দৈনিক ইত্তেফাক

05

তারিখ ... ০৪ FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা জাল করার সময়

অধ্যাপকসহ ৬ জন গ্রেফতার

আমাদের কুমিল্লার সংবাদদাতা জানান, গত মঙ্গলবার রাতে শহরের একটি বাড়ীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সমাপ্ত স্নাতক পরীক্ষার খাতায় উত্তরপত্র লেখারত অবস্থায় একজন ছাত্রী ওতিনজন অধ্যাপক সহ মোট ৬ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে। শহরের পৌরপার্ক সংলগ্ন একটি পুরাতন বাড়ীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিষয়ের পরীক্ষক স্থানীয় অজিত গুহ কলেজের অধ্যাপক রায় হান উদ্দিনবাস করেন। তিনি বিভিন্ন কলেজের ৪৩৩টি খাতা পান। এই সুবাদে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের পুনরায় উত্তরপত্রে বই ও নোট দেখিয়া লিখিতে দিয়া সহজে অর্থ উপার্জনের পথ বাহির করিয়াছিলেন। ঘটনার সময় কুমিল্লা জেলার নিমসার কলেজের ছাত্রী ফৌজিয়া পারভীন তাহার সদ্য সমাপ্ত বি,এ

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

গ্রেফতারকৃত অধ্যাপক (উপবিষ্ট), ছাত্রী ও অপর দুইজন—ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

(পাস) পরীক্ষার সমাজ কল্যাণ বিষয়ের খাতার (রোল ১৪১১৮৩ কেন্দ্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ) নূতন করিয়া উত্তর-লিখিতে ছিল। গোপন সূত্রের খবরের প্রেক্ষিতে বেশ কয়েক দিন হইতেই পুলিশ ওতপাতিয়া থাকার পর উত্তরপত্র লিখারত অবস্থায় ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দলবলসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক রায়হান উদ্দিন, পরীক্ষার্থী ফৌজিয়া পারভীন, তাজুল ইসলাম ও মোবারক হোসেনকে গ্রেফতার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত উত্তরপত্র, লুজশীট, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ বিভিন্ন কাগজপত্র আটক করেন। গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এই অপকর্মের সহিত জড়িত লালমাই কলেজের অধ্যাপক কানন সাহা, বরুড়ার পায়েনগাছা কলেজের অধ্যাপক আবুল বাশার খানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। উদ্ধারকৃত এমন উত্তরপত্র রহিয়াছে যেগুলির উপর কেবল রোল নং ও শ্রেণীর নাম রহিয়াছে। গ্রেফতারকৃতদের ভাষ্য হইতে জানা যায়, খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় শাখার কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট হইতে তাহারা প্রথমে জানিতে পারে কোন বিষয়ের খাতা কোন পরীক্ষকের নিকট গিয়াছে। ইহার জন্য একজন পরীক্ষার্থীকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। পুলিশ এই ঘটনার সহিত জড়িত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্মকর্তা ও বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের নাম ধামসহ আরো অনেক তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে। তদন্তের স্বার্থে, তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। কোতয়ালী থানায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে।